স্রষ্টা ও ধর্ম?

সত্যের সন্ধানে...

মাহমুদ আব্দুল্লাহ মাহী

www.pathagar.com

স্রষ্টা ও ধর্ম?

সত্যের সন্ধানে...

মাহমুদ আব্দুল্লাহ মাহী

আলফা প্রকাশন

www.pathagar.com

স্রষ্টা ও ধর্ম?
সত্যের সন্ধ্যানে...
মাহমুদ আব্দুল্লাহ মাহী
ফোন : ০১১৯৯৪০৫৭৬৫
Email : mahi33bd@gmail.com

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৮

প্রকাশক
ডা. এন.এম. শাহজাহান

প্রচ্ছদ
এম.এ.আজিজ

বর্ণবিন্যাস
আলফা কমপিউটার ডিজাইন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
আলফা প্রিন্টার্স, ঢাকা ১১০০

নির্ধারিত মূল্য : ৩৫.০০ টাকা

Srastha O Dharma? Satter Sandhaney...
by Mahmud Abdullah Mahi.
First Published June 2008.

পরিবেশক :

আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার
কাটাবন
বড় মগবাজার

তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১ বড় মগবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১১৯০-২৬৫৫০৩

শাহীন গ্রন্থাগার
কান্দিরপাড় কুমিল্লা

আল-এছহাক প্রকাশনী
আল-আবরার প্রকাশনী
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৩৫২৬

আদর্শ পুস্তক বিপণী
৫ ও ১৩ বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাবা-মা
ছোটবেলা থেকেই যাদের স্নেহ
আমার প্রতি মুহূর্তে প্রেরণা যুগিয়েছে

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞা স্বীকার—

ডা. আরিফ
ডা. সিঞ্চন
ডা. বেলায়েত
মোমিন
রুবেল
আমান
গালিব
নাহিদ
নিসর্গ
যোবায়ের
জামান
আতিফ
প্রমা
তারা
বাবলু
সাফিন
এহসান

www.pathagar.com

লেখকের কথা

অন্ধবিশ্বাস আমার পছন্দ নয়, পছন্দ নয়– অযৌক্তিকভাবে ধর্মকে প্রমাণের চেষ্টা। জোড়পূর্বক বিজ্ঞানের কোন বিষয়কে ধর্মের সাথে জুড়ে দেয়ারও ঘোর বিরোধী আমি। কারণ তা সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষকে ধর্ম বিদ্বেষী করে তোলে।

আমি মনে করি, কোন ধর্মের মাঝে সত্যতা থাকলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনাই তা আবিষ্কৃত হবার জন্য যথেষ্ট। তাই এই বইটিতে আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ ও সহজ-সরল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ের। এই বইটি লেখার কাজ বই লেখার নিমিত্তে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল এমন এক পরিস্থিতিতে যখন আমি ছিলাম অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং একই সাথে সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল। আর তাই ক্রমাগত অধ্যয়ন করে যেতে হয়েছে এবং নিজের চিন্তার সাথে সমন্বয়ের জন্যই লেখার কাজ শুরু করি। শেষ পর্যন্ত আমি মোটামুটিভাবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং এই বইটি আমার চেষ্টার সারমর্মই বলা চলে। কলেবর কমানোর জন্য সবক্ষেত্রে আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। সবশেষে সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

–মাহমুদ আবদুল্লাহ মাহী
১২.০৬.২০০৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মূল আলোচ্য বিষয়	৯
স্রষ্টার অস্তিত্ব জানা প্রয়োজন কেন?	১০
স্রষ্টার অস্তিত্ব	১২
স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ পরবর্তী পর্যালোচনা	২০
সরাসরি যোগাযোগ ব্যতীত স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা কোনটি তা মানুষ জানতে পারেক কি-না?	২২
মানুষের জন্য কোনটি সত্য ও সঠিক জীবন ব্যবস্থা তা যাচাই করার উপায় :	২৪
উপায়–১	২৪
উপায়–২	২৭
উপায়–৩	৩২
উপায়–৪	৩৭
উপায়–৫	৩৯
উপায়–৬	৪৫

www.pathagar.com

মূল আলোচ্য বিষয়

[মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক জীবন ব্যবস্থা সন্ধানের উপায় নির্ণয়]

মানুষের সমস্যার যেমন শেষ নেই তেমনি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা প্রচেষ্টা কোন যুগেই কম ছিল না। এক এক যুগে, এক এক দেশে, এক এক শ্রেণীর মানুষ এক এক ধরনের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর এর ফলাফল কখনো কার্যকরী কখনো ধ্বংসসাধনকারী। বিশ্বায়নের এ যুগে বিভিন্ন জীবন ব্যবস্থার ছড়াছড়ি। এরই মাঝে সঠিক জীবন ব্যবস্থা বাছাই করতে না পারলে মানব জীবন নিশ্চিতরূপেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন আসে মানুষ কিভাবে জীবন ব্যবস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক বেঠিক যাচাই করবে? এর জন্য প্রয়োজন কোন বৈজ্ঞানিক উপায় যা মানুষের যৌক্তিক জিজ্ঞাসু মনকে সঠিকভাবে সত্যের সন্ধান পেতে সাহায্য করবে। এখানে আমি কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছি, যেসব পদ্ধতি মানুষের সঠিক জীবন ব্যবস্থা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেকটি পদ্ধতির সাথে শুধু ১/২টি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় সে সেই উদাহরণগুলোই যথেষ্ঠ। শুধুমাত্র চিন্তা পদ্ধতির দিকনির্দেশনা হিসেবে উদাহরণগুলো কাজ করবে। চিন্তার মূল কাজ পাঠকের।]

মূল প্রতিপাদ্য বিষয় : মানুষের জন্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ২টি প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই করতে হবে।

১. স্রষ্টার অস্তিত্ব সত্য কি-না?

যদি এটা সত্য হয় তবে :

২. এমন কোন জীবন বিধান আছে কি-না যা স্রষ্টা যে বিধানে আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেই বিধান অনুসারেই আমাদের সজ্জিত হবার পথ বাতলে দেয়?

www.pathagar.com

স্রষ্টার অস্তিত্ব জানা প্রয়োজন কেন?

যেখানে কোন নিয়ম নেই সেখানে নিয়ম বহির্ভূত বলেও কোন কথা নেই।

যেখানে কোন বিধান নেই সেখানে বিধিবহির্ভূত বলেও কোন কিছু নেই।

একজন ইঞ্জিনিয়ার কোন যন্ত্র তৈরি করলে সেই যন্ত্র যে নিয়ম/বিধান অনুসারে ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক তৈরি হয়েছে সেই বিধান অনুসারে ঐ যন্ত্রকে চালানোই হচ্ছে সঠিক পথ।

এজন্য কোন যন্ত্রের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকাকে সত্য মানার অর্থ ঐ যন্ত্র যে একটি নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে তৈরি এটাকেও মেনে নেয়া।

আর কোন বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে তৈরি করা হয়েছে এটা মেনে নিলে ঐ বিধানের বাইরের সবকিছুই এর জন্য পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে।

ঠিক তেমনিভাবে এই বিশ্বের সবকিছু যদি স্রষ্টার সৃষ্টি বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তবে সেই সৃষ্ট প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত হওয়াই এখানকার সবকিছুর জন্য সঠিক পথ বলে বিবেচিত হবে।

যেমন ধরা যাক স্রষ্টা যদি দয়ামায়াকে মানব প্রকৃতির অংশ করে সৃষ্টি করেন তবে এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়াই সঠিক পথ। আর একে ধ্বংসকারী সকল পথ ভুল পথ বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করা হয় তবে এ ধরনের সঠিক-বেঠিক নির্ধারনের কোন মানদন্ডই থাকে না। যেমন : পাশ্চাত্যে বিকৃত যৌনাচারকেও অবৈধ হিসেবে দেখা হয় না।

www.pathagar.com

সুতরাং বিশ্ব সৃষ্টিতে স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকলে

↓

তাহলে মানুষও একটি programming এর অংশ

↓

সেই সুপরিকল্পত ব্যবস্থাপনা অনুসারে চলাই মানুষের জন্য সঠিক পথ বলে বিবেচিত হবে।

সিদ্ধান্ত : কোন জীবন ব্যবস্থাকে যাচাই এর ক্ষেত্রে তাই সবার আগে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয়ে একটি সুরাহা হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

স্রষ্টার অস্তিত্ব

স্রষ্টা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত কবে তা দলিলসহ বলা না গেলেও প্রায় প্রত্যেক যুগেই মানব সমাজের অন্যতম আলোচিত বিষয় এটি এ নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তদুপরি এ এমন এক মৌলিক প্রশ্ন যা মানব মনকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগ পর্যন্তই তাড়িয়ে বেড়ায়।

যাইহোক, স্রষ্টার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সব মানুষকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. আস্তিক

২. সংশয়বাদী

৩. নাস্তিক

সংশয়বাদীরা যেহেতু নিজেরাই দাবী করে যে, তারা বিষয়টি সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞাত নয় এবং তারা এ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবীও করে না তাই প্রথমেই তাদের আলোচনা থেকে বাদ দেয়া যায়। কারণ শুধুমাত্র ২টি জিনিসই সম্ভাব্যতার মধ্যে পরে।

১. স্রষ্টা আছেন

২. স্রষ্টা নেই

এর মাঝামাঝি কিছু কখনোই সত্য নয়।

আবার স্রষ্টা আছেন এবং স্রষ্টা নেই এই দুটি কথাও একত্রে সত্য হতে পারে না। সুতরাং আমরা এ অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি : হয় ১. আস্তিকরা সত্যের উপর আছে নতুবা ২. নাস্তিকরা সত্যের উপর আছে।

কিন্তু প্রশ্ন আসে একজন বিবেকবান বুদ্ধিমান সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ এ সম্পর্কে কিসের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিবে? আসলেই কি সিদ্ধান্ত নেয়ার

www.pathagar.com

মত উপায় মানুষের আছে কি-না? আমার বিবেচনা অনুযায়ী তা অবশ্যই আছে। সেই উপায়টিই আমি এখানে বিবৃত করার চেষ্টা করব।

প্রথমে, দুটি মতের ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাক। নাস্তিকের সকল যুক্তির সারকথা এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়।

নাস্তিকদের সকল যুক্তির সারকথা

- ❒ স্রষ্টার বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের ফল এর পেছনে কোন প্রমাণিত যুক্তি নেই।
- ❒ স্রষ্টা যদি এমন কেউ হন যে, আমরা আমাদের জ্ঞানসীমা দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। তবে তাকে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানসীমার বাইরের কোন অস্তিত্বে (অনাদি অনন্ত চিরঞ্জীব সত্ত্বা) বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অস্তিকদের যুক্তির সারকথা

- ❒ আমাদের চারপাশের সবকিছুই স্রষ্টার সৃষ্টিশীলতার বড় প্রমাণ।
- ❒ আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানসীমার ভিত্তিতে স্রষ্টার গুণাবলীর অনেক কিছুই আমাদের অবোধগম্য হতে পরে। কিন্তু এটা আমাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতারই প্রমাণ, স্রষ্টার অনস্তিত্বের প্রমাণ নয়।

এখন একজন সৎ বিবেকবান মানুষ এক্ষেত্রে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন। সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাকে ২টি জিনিস সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে।

১. মানুষের জ্ঞানসীমা বহির্ভূত (অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব সত্তা) কোন অস্তিত্ব সম্ভব কি-না?

২. যদি সম্ভব হয় তবে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পেছনে কোন অদৃশ্য সত্তার ভূমিকা নিশ্চিন্তভাবেই আছে কি-না?

উপরোক্ত ২টি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে নিশ্চিন্তভাবেই এর একটা সমাধান সম্ভব এবং এর উপর আর কোন প্রশ্নেরও এবং কোন সংশয়েরও অবকাশ থাকে না।

১ম ধাপ

মানুষের জ্ঞানসীমা বহির্ভূত কোন অস্তিত্বে সম্ভব কি-না?

www.pathagar.com

একটি উদাহরণ

❐ আবার আজ থেকে ২০০ বছর আগের সময়ের কথা চিন্তা করা যাক। কোন মানুষকে তখন যদি প্রশ্ন করা হতো এই বিশাল পৃথিবীকে সংকুচিত করে একটি বিন্দুতে আনা সম্ভব কি-না? তখন সে তাকে নিশ্চই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিত।

কিন্তু এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানি যে, পৃথিবী কেন তার চেয়েও হাজার গুণ বিশাল বস্তুও ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে একটি বিন্দুতে আনা সম্ভব। তাহলে ২০০ বছর আগের মানুষ কোন জায়গায় ভুল করতো? ভুল এ জায়গায় যে নিজ বোধগম্য সীমার বাইরে কোন কিছু হতে পারে না বলে ধরে নিত। আর বিজ্ঞানই ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব প্রমাণের মধ্য দিয়ে এ ধরনের মনোভাবকে ভুল প্রমাণ করেছে।

অর্থাৎ এটা স্পষ্টতর প্রতীয়মান হয় নিজের জ্ঞানসীমা বহির্ভূত হওয়ার কারণে কোন কিছুকে অস্বীকার করা একটি মারাত্মক রকম ভ্রান্তি।

পর্যালোচনা

ঠিক একই ভুল করেছে নাস্তিক সমাজ। চিরঞ্জীব সত্তা, অনন্ত সত্তা বলে কেউ থাকতে পারেন না। এই ঘোষণা দিয়ে তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। উপরের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় কোন বিষয়কে নিজের বোধগম্য সীমায় বুঝতে না পেরে অস্বীকার করা মারাত্মক ভুল এবং নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতারই বহিঃপ্রকাশ। ঠিক তেমনিভাবে স্রষ্টার গুণাবলী বুঝতে না পেরে তাকে যারা অস্বীকার করেছেন তা অবশ্যই অবশ্যই তাদের বিবেচনার ভ্রান্তি এবং চিন্তার দুর্ঘটনা বৈ আর কিছুই নয়। কারণ এক্ষেত্রে তারা তাদের জ্ঞানসীমাকেই বোধগম্যতার সর্বোচ্চ সীমা এবং এর বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে না বলে ধরে নিয়েছেন।

আর কোরআন ঠিক তাদের এই ভুলের দিকেই নির্দেশ করে বলে :

"যে বিষয়টি তাদের জ্ঞানের আয়ত্বাধীন নয় কিংবা যে বিষয়ের জ্ঞান এখনও তাদের কাছে পৌঁছায়নি তারা তাকেই অস্বীকার করে বসলো।" -আল কোরআন।

১ম ধাপের সিদ্ধান্ত : জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোন কিছুকে বুঝতে না পেরে অস্বীকার করা একেবারেই যুক্তিবহির্ভূত হঠকারিতা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ধাপ

বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি কি-না?

প্রথমেই আমাদের ঠিক করতে হবে বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি কি-না তা আমরা কোন উপায়ে যাচাই করতে পারি?

দ্বিতীয় ধাপ (ক) : (সমস্যা)

বিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তে আমরা উপস্থিত ছিলাম না। সুতরাং স্রষ্টার ভূমিকা আছে না নেই তা সরাসরি আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি। আবার এখনও বিশ্বের পরিচালনায় স্রষ্টাকে সরাসরি দেখার সুযোগ নেই। অর্থাৎ স্রষ্টাকে সরাসরি দেখে প্রমাণ করার উপায় আমাদের হাতে নেই।

প্রশ্ন আসে স্রষ্টাকে সরাসরি না দেখে তাঁকে প্রমাণ করার কোন বৈজ্ঞানিক উপায় আছে কি-না?

দ্বিতীয় ধাপ (ক) দ্রষ্টান্ত : (সমাধান)

আমাদের সমাজে প্রায়শই হত্যা, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, আত্মহত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। প্রশ্ন আসে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ যেখানের অজ্ঞাত সেখানে কিভাবে তা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

সায়েন্টিফিকভাবে মৃতের ময়নাতদন্তের (পোস্টমর্টেম) মাধ্যমে নিদর্শন দেখে তা যাচাই করা হয় এবং এই ময়নাতদন্তের পুরো প্রক্রিয়াই নিদর্শন নির্ভর। প্রত্যক্ষ দর্শন নির্ভর নয়। কারণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ময়নাতদন্তের পরীক্ষকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

সিদ্ধান্ত ২(ক) :

সরাসরি না দেখলেও বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শন থেকে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব এবং তা অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মত।

পদ্ধতি :

২ (খ)

নিদর্শন যাচাই : স্রষ্টার অস্তিত্বের

কি কি বিষয় যাচাই করলে আমরা বলতে পারব যে স্রষ্টাই এই বিশ্ব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

২ (খ) দৃষ্টান্ত :

আমাদের পড়ার ঘরের একটি অবয়ব কল্পনা করা যাক। যেখানে বইগুলো থরে থরে সেলফ এ সাজানো, আছে পাশাপাশি টেবিল ও চেয়ার, আলো ও বাতাসের জন্যে রয়েছে যথাস্থানে ফ্যান, লাইট, জানালা এবং দেয়ালের গায়ে বৈদ্যুতিক সুইচ। এই ঘরকে দেখলেই আমরা নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারি, নিশ্চয় কেউ পড়ার উদ্দেশ্যে এই ঘরকে যথাযথভাবে সাজিয়েছেন।

পড়ার ঘরকে যাচাই করলে এর মাঝে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

১. যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তা দিয়েই সাজানো।

২. উদ্দেশ্যগত ঐক্যতান (পড়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সব বস্তু সজ্জিত।)

৩. পরিমাণগত সামঞ্জস্য (টেবিলের চারটি পায়াই সমান। ফ্যানের পাখা, লাইট সবই যথাযথ পরিমাণে নির্দিষ্ট মাপে বিন্যস্ত।)

সিদ্ধান্ত :

এই বিশ্বও যদি স্রষ্টার সাজানো সৃষ্টি কি-না তা যাচাই করতে হয় তবে এতে সিদ্ধান্ত নিদর্শনগুলো পেতে হবে :

১. **নিদর্শন এক** : যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তা দিয়েই সাজানো থাকতে হবে।

২. **নিদর্শন দুই** : থাকবে সবকিছুর মাঝে উদ্দেশ্যগত ঐক্যতান।

৩. **নিদর্শন তিন** : থাকবে পরিমাণগত সামঞ্জস্য।

পর্যালোচনা : নিদর্শন (১) :

যেখানে যা দরকার বিশ্ব সেখানে তা দিয়েই সাজানো কি-না?

❐ সুন্দর বনের পরিবেশের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক :

১. যেখানে রয়েছে প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটার প্রবাহ;

২. পানি লবণাক্ত (বঙ্গোপসাগরের)

এই পরিবেশ সাধারণ পরিবেশের চাইতে ভিন্ন। তাই আমাদের চারপাশের সাধারণ উদ্ভিদ সেই পরিবেশে জন্মাতেও বিস্তৃতি লাভ করতে পারে

www.pathagar.com

না। সেই পরিবেশে জন্মাতে হলে এবং বংশ বিস্তার করতে হলে সেখানকার প্রতিকূলতাগুলোকে কাটানোর সব প্রযুক্তি সেখানকার উদ্ভিদে থাকতে হবে।

আমরা অবাক বিস্ময়ের সাথে এটা লক্ষ্য করবো যে সেখানকার বৃক্ষরাজি সেইসব প্রতিকূলতাকে মোবাকেলার জন্য অনন্য কিছু প্রযুক্তি নিজের মাঝে বহন করে। যেমন :

- ❒ শ্বাসমূল : মাটিতে O_2 এর পরিমাণ কম বলে শ্বসনের সুবিধার জন্য।
- ❒ ঠেসমূল : পানির তীব্র স্রোতে আত্মরক্ষার জন্য।
- ❒ বৃক্ষে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুররোদগম : বীজ হালকা তাই এটা মাটিতে অঙ্কুরোদগমের আগে পতিত হলে জোয়ার-ভাটার সাথে সমুদ্রের পানিতে চলে যেত ফলে প্রজাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতো। কিন্তু বীজের অঙ্কুরোদগম গাছে থাকা অবস্থায় হওয়ার কারণে পর্যাপ্তভার নিয়ে তা মাটিতে পতিত হয় এবং প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় এই সব অসাধারণ প্রযুক্তিগুলো আমাদের চার পাশের বৃক্ষরাজিতে নেই কারণ এখানে সুন্দরবনের মত প্রতিকূলতাও নেই।

উট : মরুভূমির বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. প্রচন্ড রৌদ্র তাপ

২. সুপেয় পানির স্বল্পতা

সুতরাং এই পরিবেশে বাঁচতে হলে একটি প্রাণীকে অবশ্যই প্রচন্ড তাপ সহ্যকারী এবং একই সাথে পানির স্বল্পতা বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রযুক্তি সম্পন্ন হতে হবে। ঠিক এই শর্তগুলোই যথাযথভাবে পূরণ করেছে মরুভূমির প্রাণীকূল। উদাহরণস্বরূপ উটের কথা বলা যায়;

❒ মরুভূমির পানির সল্পতা মোকাবেলা করার জন্য এর দেহে রয়েছে পানি ধরে রাখার অসাধারণ ক্ষমতা। এটি একবারে যে পরিমাণ গ্রহণ করে তার ৬৮% পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য ধরে রাখে যেই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন প্রাণীতে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

আবার এটি দেহের তাপমাত্রা নিজে থেকেই ৬°C পরিবর্তন করতে পারে যাতে করে শরীর থেকে বেশী পানি বাইরের পরিবেশে চলে না যায়।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার সুবিধার্তে এটি একবারে যে পরিাণ পানি গ্রহণ করতে পারে এই পরিমাণ পানি পৃথিবীতে অন্য কোন প্রাণী একবারে গ্রহণ করতে পারে না। (100 litres/21 gallons in 10 minutes) আবার এটি পরিপাক প্রক্রিয়াও তুলনামূলকভাবে অল্প পানি ব্যবহার করে। ফলে মরুভূমিতে দুর দুরান্তের পথ অতিক্রমে কখনো পানি পাওয়া না গেলে একদিকে যেমন পানির অভাব সে পূরণ করে দেহে জমিয়ে রাখা পানির মাধ্যমে অপরদিকে খাদ্য পাওয়া না গেলে কুঁজে জমিয়ে রাখা চর্বিকে কাজে লাগিয়ে সে প্রয়োজন মেটায়।– তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মরুভূমিতে বেঁচে থাকার জন্যই এর সকল বৈশিষ্ট্য যোগান। আর এ দিকটিই আল কোরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে : "তারা কি দেখে না যে, উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছ।"

শ্বেত ভুল্লুক :

শীত প্রধান দেশের শ্বেতভুল্লুককে যদি মরুভূমির আবহাওয়ার নিয়ে যাওয়া হয় তবে তার জন্য বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সেই পরিস্থিতিতে ঐসব প্রাণীরা তথাকথিত অভিযোজনের জন্য অপেক্ষা না করে মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হবে।

সিদ্ধান্ত :

উপরের উদাহরণগুলো থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, "এই বিশ্ব প্রকৃতির যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তা দিয়েই সাজানো।"

নিদর্শন (২)

সবকিছু র মাঝে উদ্দেশ্যগত ঐক্যতান।

❒ এই পৃথিবীর বুকে অজস্র প্রাণীর বসবাস। প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য। এ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন খাদ্যের যোগানদাতা উদ্ভিদ। আবার উদ্ভিদের এ কাজের জন্য প্রয়োজন পানি, খনিজ পদার্থ, আলোক শক্তি, O_2 ফুলের পরগায়ন, আর এটা নিশ্চিত করার জন্যই সূর্য, বায়ুর উপাদান, বায়ু প্রবাহ, পানিচক্র, নাইট্রোজেনচক্র, ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানো মৌমাছি সবই

www.pathagar.com

একাগ্রে কাজ করছে। এর মধ্যে যেকোন একটির অনুপস্থিতিই জীবের ধ্বংস নিশ্চিতের জন্য যথেষ্ঠ।

এভাবে প্রতিটি ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে এই বিশ্বের সবকিছুর মাঝেই রয়েছে আন্তঃসম্পর্ক এবং প্রতিটি বস্তু নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্যই পূর্ণতা দান করে যাচ্ছে আর তা হলো :

"প্রাণীর বেঁচে যাবার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।" আর এ বিষয় সম্পর্কে কোরআনে একটি আয়াত উল্লেখযোগ্য : "তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছুকেই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।" [সূরা আল জাসিয়া (১৩)]

নিদর্শন (৩)

থাকবে পরিমাণগত সামঞ্জস্য

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর পা কে যদি উদাহরণস্বরূপ দেখা হয় তবে দেখা যাবে কোন প্রাণীর পা রয়েছে দুটি, কোনটির ৪টি, কোনটির ৮টি কোনটির তারও বেশি। এক এক প্রাণীর দেহের আকৃতি এক এক রকম। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পা'র আকৃতি দেহের আকৃতির অনুপাতেই বিন্যস্ত। তেলাপোকার পা তেলাপোকার দেহের ভারের অনুপাতে বিন্যস্ত এমনিভাবে মানুষ বা হাতি যাই হোক না কেন তাদের বেলায়ও এটা সত্য, আবার দেহের দুই পাশের পাগুলোর মাঝে রয়েছে আকৃতিগত সাম্য, না হয় ভারসাম্য বজায় রেখে দাড়ানোও সম্ভব হতো না।

এভাবে প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণীর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করলে পরিমাণগত সামঞ্জস্য আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখযোগ্য। "আল্লাহর বিধানে প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ।" আল কোরআন।

প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ অনুসারে অর্জিত সিদ্ধান্ত :

এই বিশ্বে অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে এবং এর সৃষ্টির পেছনে অবশ্যই সুবিজ্ঞ মহাপ্রকৌশলী স্রষ্টা রয়েছেন।

www.pathagar.com

স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ পরবর্তী পর্যালোচনা

যেহেতু এটা প্রমাণ হলো যে স্রষ্টা অস্তিত্ব সত্য যেহেতু কয়েকটি সিদ্ধান্তে খুব সহজেই আমরা পৌঁছতে পারি :

সিদ্ধান্ত :

এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর জন্য সঠিক জীবন পদ্ধতি হচ্ছে যে বিধানে সে সৃষ্ট /যে নিয়ম তার উপর স্রষ্টা কর্তৃক জন্মগতভাবেই আরোপিত সেই বিধান অনুসারে চলা।

কারণ :

যেকোন যন্ত্রের ক্ষেত্রে একজন নির্মাতা যে নিয়মে যন্ত্রটি তৈরি করেছেন সে নিয়মের বাইরে যন্ত্রটি চালানো হলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

উদাহরণ :

একটি মোবাইল এর pin code বার বার ভুল চাপলে মোবাইল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আবার সাধারণ মোবাইল পানিতে ব্যবহারের উপযোগী করে সৃষ্ট নয়, সেজন্য পানির মাঝে একে নিমজ্জিত করা তার সৃষ্টিগত প্রকৃতি বিরোধী এবং তা একে নষ্ট করে দেয়।

নতুন সমস্যা :

কিন্তু একজন মানুষ যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী চলবে তবে প্রশ্ন আগে স্রষ্টা কোন বিধানে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাকে যাচাই করার উপায় কি? হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, আরো হাজারো জীবন ব্যবস্থা প্রত্যেকেই নিজেকে স্রষ্টার পথ বলে দাবী করছে,

www.pathagar.com

এখন একজন বিবেকবান মানুষ কিভাবে বুঝবে যে এমন কোন পথ আছে কিনা যা তাকে সৃষ্টিগত প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে?

কিভাবে সে এত জীবন ব্যবস্থার ভিড়ে সঠিক বেঠিক নির্ধারণ করবে?

ঠিক এই জায়গায় এসে মানুষ কখনো যুক্তির গোলক ধাধায়, কখনো বা আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে, কখনো বা যাচাই করার কোন উপায় ধাকতে পারে তা অস্বীকার করেই নিজের দায় মুক্তি ঘটান।

এ সমস্যার গোলকধাধা থেকে বাঁচার উপায় নিয়েই আমি পরবর্তী অংশের আলোচনাকে সাজিয়েছি।

www.pathagar.com

সরাসরি যোগাযোগ ব্যতীত স্রষ্টার বিধান (মনোনীত জীবন ব্যবস্থা) কোনটি মানুষ তা জানতে পারে কি-না?

সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা কেউই স্রষ্টাকে সরাসরি দেখিনি। তাঁর বিধান জেনে নেয়ার জন্য তাঁর সাথে যে সরাসরি যোগাযোগ করব এমন কোন উপায়ও আমাদের হাতে নেই। এই দৈন্যতার কথা অজুহাত হিসেবে দাড় করিয়ে স্রষ্টার নির্ধারিত কোন জীবন ব্যবস্থা থাকতে পারে এমন সম্ভাব্যতাকেই বিবেচনার আগে অনেকে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে : এমন পরিস্থিতিতে কোন জীবন ব্যবস্থাকে স্রষ্টার বলে বিশ্বাস করা অন্ধবিশ্বাস এবং মুর্খতা বৈ আর কিছুই নয়।

এক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ হচ্ছে : "স্রষ্টার সাথে যেহেতু আমাদের সরাসরি যোগাযোগ নেই তাই কেউ যদি কোন পথকে স্রষ্টার পথ /বিধান বলে দাবি করে তবে তা যাচাই করার কোন উপায় আমাদের করায়ত্ব নয় এবং তার বিধান জানার কোন উপায়ই আমাদের কাছে নেই। সুতরাং এ বিষয়ে কোন চিন্তা না করাই শ্রেয়। আর চিন্তা করেও কোন সমাধানে পৌঁছা যাবে না। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম যা নিজেদেরকে স্রষ্টার বিধান বলে দাবি করে সে সম্পর্কে হ্যাঁ /না কিছুই মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

এখন তাদের যুক্তি বিবেচনা করে দেখা যাক, স্রষ্টার যেকোন বিধান যাচাই করার জন্য যদি স্রষ্টার সাথে সরাসরি যোগাযোগ একমাত্র পন্থা হয় তবে তাদেরকে পাল্টা কয়েকটি প্রশ্ন করা যায় :

❐ স্রষ্টা কি আপনাকে কখনো সরাসরি বলেছেন : "হে আমার বান্দা! পানিই হচ্ছে তোমার তৃষ্ণা মেটানোর সঠিক পথ। অতএব তুমি পানি পান

www.pathagar.com

কর। অথচ আপনি পানি পান করেন এবং তা অবশ্যই আপনার দেহের জন্য স্রষ্টার বিধান।

❒ স্রষ্টা কি আপনাকে কখনো সরাসরি বলেছেন যে : "হে অমুক! ক্ষুধা লাগিলে খাইতে হয় নতুবা তুমি মরিয়া যাইবে!!!"

আপনি স্রষ্টা প্রদত্ত খাবার প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে খান এবং আপনার দেহের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্রষ্টা আগে থেকেই সেই ব্যবস্থা প্রকৃতিতে তৈরি করে রেখেছেন। কিন্তু স্রষ্টা এক্ষেত্রেও আপনাকে সরাসরি বলেননি। তবে আপনি খাদ্য খান কেন?

এখানে মাত্র তৃষ্ণা ও ক্ষুধা মেটানোর দুটি ব্যবস্থা উদাহরণ হিসেবে টানা হল। এছাড়াও মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণকারী হাজারো ব্যবস্থার উদাহরণ টানা যায় যা স্রষ্টার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণকারী ব্যবস্থাপনা স্রষ্টা সরাসরি বলে না দিয়ে অন্য পন্থায় এ প্রয়োজন পূরণ করেছেন :

১. মানুষের জন্য তাদের সীমার মধ্যে প্রয়োজনপুরণকারী ব্যবস্থাপনা রেখেছেন।

২. মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন যা দিয়ে সে সঠিক উপায় (ক্ষুধা মিটানোর) জানতে ও প্রয়োগ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত :

"স্রষ্টার সাথে আমাদের সাসরি যোগাযোগ নেই এই অজুহাতে স্রষ্টার বিধান থাকার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করাই মুর্খতার প্রকাশ।" অর্থাৎ সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াও বিকল্প উপায়ে স্রষ্টা আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারেন।

www.pathagar.com

মানুষের জন্য কোনটি সত্য, সঠিক জীবন ব্যবস্থা তা যাচাই করার উপায়?

উপায় ১ :

দুনিয়াতে তরল পদার্থের অভাব নেই। রয়েছে বিষ, রয়েল পেট্রোলিয়াম তীব্র তৃষ্ণার মুহূর্তেও কেউ এগুলো গ্রহণ করতে যায় না। বরঞ্চ পানির সন্ধানে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ কি?

কারণ

- ❒ পানিই মানুষের তৃষ্ণা মেটায় [মৌলিক প্রয়োজন পূরণকারী।]
- ❒ পানির কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।
- ❒ পানির জায়গায় অন্য পদার্থ : মদ, বিষ, পেট্রোলিয়াম যাই গ্রহণ করা হোক না কেন এর পরিণতি ভয়াবহ।

"যেহেতু পানি স্রষ্টার বিধান আমাদের দেহের জন্য এতে কোন সন্দেহ নেই সুতরাং স্রষ্টার বিধান হওয়ার জন্য তা তিনটি শর্ত পূরণ করেছে। সুতরাং কোন কিছু স্রষ্টার বিধান হতে হলে এর পূর্বশর্ত তিনটি :

১. মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণকারী।

২. পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন।

৩. এটা ভিন্ন অন্য পথ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য :

দ্রষ্টব্য-১ : প্রাচীন কালে মানুষ জানতো না যে O_2 এবং H_2 এর সমন্বয়ে পানি গঠিত হয়; মানুষ জানতো না কি অনুপাতে H_2ও O_2 মিলিত H_2O গঠন

www.pathagar.com

করে। মানুষ জানতো না যে, পানি পরিপাক ক্রিয়ায় Hydrolysis এর মাধ্যমে শর্করা, আমিষকে সরল শোষণযোগ্য খাদ্যে পরিণত করে।

এতকিছু জানার উপায়ও তখন ছিল না। কিন্তু এত কিছু না জেনেও তারা পানি গ্রহণ করে কি তারা ভুল করেছিল?

নিশ্চয়ই নয়। কারণ তারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও দেহের উপর পানির ক্রিয়ার খুটিনাটি বিষয় না জেনেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে ছিল, এটা কিভাবে হয়েছিল? বাহ্যিক নিদর্শন যাচাই এর মাধ্যমে ঠিক তেমনি ইসলামকে স্রষ্টার বিধান হিসেবে যাচাই করার জন্য এর অভ্যন্তরের খুটিনাটি বিষয় জানার দরকার নেই।

যদি আমরা দেখি যে এটা আমাদের সকল ক্ষেত্রে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েছে, এটার কোন ক্ষতিকারীতা নেই এবং এটা ছিল ভিন্ন সকলপথ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছে তবে এতটুকুই তার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ঠ।]

[দ্রষ্টব্য-২ : কখনো কখনো ভালো এবং মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তুর সাথে বিষাক্ত দ্রব্য অন্য কোন উৎস থেকে মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে। তাই কেউ যদি ভালো বস্তুর মধ্যে ঐ বিষাক্ত দ্রব্য দেখতে পেয়ে ঐ ভালো বস্তুকেই নিষিদ্ধ করে তবে তা হবে মারাত্মক ভুল।

যেমন– অনেক সময় পানিতে আর্সেনিক পাওয়া যেতে পারে। আর আর্সেনিক দেখে তৎক্ষণাৎ পানিকেই যদি কেউ নিষিদ্ধ করে তবে তা নিশ্চিতভাবেই ভুল।

তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা হচ্ছে :

যে বিধানকে স্রষ্টার বিধান হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে নেয়া হয়েছে তাতে যদি সমস্যা সৃষ্টিকারী কোন বস্তু পাওয়া যায় তবে খুবই সতর্কতার সাথে যাচাই করতে হবে, বিষাক্ত উপাদানটি আসলেই মূল অংশের অংশ কিনা নাকি অন্য কোন জায়গা থেকে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

যেমন- জঙ্গীবাদের কথা, আত্মঘাতি হামলার কথা, সাধারণ মানুষের উপর নাশকতার কথা। ধরা যাক, কেউ যদি এগুলো বাহ্যিকভাবে দেখেই ইসলামের

www.pathagar.com

অংশ বলে ধরে নেয় এবং ইসলামকে অস্বীকার করে বসে তবে তা বিবেচনা ভ্রান্তি।

এক্ষেত্রে ভালোভাবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী যাচাই করতে হবে যে এটা আসলেই কি ইসলামের অংশ নাকি একে কেউ বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।

যদি দেখা যায় যে, এটা আসলে ইসলামের অংশ তবে তো আর কোন সমস্যা থাকে না।]

www.pathagar.com

উপায় : ২

বিজ্ঞান পাঠক মাত্রই জানেন যে, রোডের বাঁকে দ্রুতগতিতে গতিশীল কোন সাইকেলকে তার গতি সীমিত করতে হয় এবং হেলে চলতে হয়। ধরা যাক এমন একজন সাইকেল চালকের কথা, যে এই নিয়মের কথা জানে না, আবার সে দ্রুতগতিতে সাইকেল চালাতে চায়, এখন সে পরামর্শ নিতে গেল। পরামর্শ দুই রকম আসলো।

❐ **একজন বললো :** সাইকেল তুমি যত জোরে চালাও ততই ভালো এবং তা তোমার জন্য আনন্দদায়ক।

বোডের বাঁকে সাইকেলকে বাকানোর কোন দরকার নেই। গতি কমানোর কোনই দরকার নেই। কারণ এটা তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। সুতরাং জোরসে চালাও।

❐ **আরেকজন বললো :** আমি বিজ্ঞান জানি, সোজা রোডে তুমি গতিতে চালাতে পার। কিন্তু অমুক জায়গায় রোডের বাঁক আছে। সেখানে অবশ্যই তোমার সাইকেলকে বাঁকা করে চালাতে হবে এবং গতিও কমাতে হবে। এটাই এই রোডের বিধান।

এখন, একজন পর্যবেক্ষক কিভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে?

যদি সে দেখে যে, ১ম পথে যারা চলেছে তারা রোডের বাঁকে ছিটকে পড়েছে এবং ২য় পথ যারা অনুসরণ করেছে তারা রোডে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে পারছে তখন প্রমাণিত হয় যে, "এটাই ঐ রোডের বিধান" এবং এই বিধানের মধ্যেই সত্য নিহিত।

সিদ্ধান্ত :

মানুষের জীবনের চলার পথের ব্যবস্থাপনা বলে বলে কোন কিছু নিজেকে দাবী করলে তাকে আমরা যাচাই করতে পারি, নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে :

ঐ ব্যবস্থাপনা যারা অনুসরণ করেছে তারা সবাই ধ্বংস বিপর্যয় থেকে বেঁচে গেছে।

এই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ না করে যারা অন্য কোন পথ ও পন্থা অনুসরণ করেছে তাদের অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস এবং বিপর্যয়।

এরই আলোকে বলা যায়, যেহেতু মানুষের জীবনের চলার পথ ও পন্থা অজস্র এবং জীবন ব্যবস্থাও অজস্র সেহেতু সব পথ ও পন্থা নিজেকে স্রষ্টার বিধান হবায় দাবী করতে পারে না। কারণ মানুষ নিজেই স্রষ্টার Prog-

www.pathagar.com

ramming। সুতরাং জীবনের প্রতিটি বাঁকে যে জীবন ব্যবস্থা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে সে জীবন ব্যবস্থা অবশ্যই স্রষ্টার Programme অনুসারে সজ্জিত। আর এরই মাধ্যমে ঐ জীবন ব্যবস্থা স্রষ্টা মনোনীত বলে বিবেচিত হবে।

উপায় ২-এর [মানসিক নির্ভরতা বিষয়ক]

উদাহরণ -১ :

ইসলাম সব ব্যাপারে স্রষ্টার উপর নির্ভরতামূলক ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটায়, যে সমাজের মানুষের স্রষ্টার উপর নির্ভরতা নেই সেই সমাজে সেই ব্যাপারগুলো ঘটে :

বিভিন্ন বিপদে-আপদে, দুঃখের মুহূর্তে, কিংবা কোন জায়গা থেকে ধোকা পেয়ে মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয়।

এই হতাশা মেটানোর জন্য হয় ;

১. সে মাদক দ্রব্যের দিকে যায়

২. নতুবা চরম ধ্বংসকারী কার্যকলাপের মাধ্যমে তার হতাশা ও ক্ষোভের আত্মপ্রকাশ ঘটায়।

৩. নতুবা যে জায়গা থেকে ধোকা পেয়েছে অযৌক্তিকভাবে সেই শ্রেণীর প্রতিই বিদ্বেষী হয়ে পরে। [প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নারী বিদ্বেষী]

৪. নতুবা নিজেকে ধ্বংস ও আত্মহত্যার মাধ্যমে সে নিজের ক্ষোভ ও হতাশা মেটায়।

উপরের যে চারটি পরিণতির কথা বলা হল। এ চারটিই মানব সভ্যতার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

ইসলাম অপরদিকে সব ব্যাপারে স্রষ্টার উপর নির্ভরতামূলক বিশ্বাস মানুষের মনে প্রবেশ করায়। এর ফলশ্রুতিতে যেকোন বিপদে, যে কোন প্রতারণার স্বীকার হয়ে যে মুহূর্তে সে মানসিক নির্ভরতার জন্য ব্যাকুল হয়ে পরে ঠিক সেই মুহূর্তেই স্রষ্টার স্মরণ তার মনে এনে দেয় অনাবিল সান্ত্বনা। সেই মুহূর্তে মানব মন যখন সীমালঙ্ঘনমুখী তখন স্রষ্টার স্মরণ মানুষকে সেই সীমালঙ্ঘনজনিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। সে তার মনের সব আকুতিমিনতি অভাব অভিযোগ স্রষ্টার উপাসনায় মাধ্যমে জানাতে পারে এবং স্রষ্টা সকল কর্মের বিধায়ক হিসেবে সে জানে বলে তার উপরই সব বিচারের ভার অর্পন করে।

www.pathagar.com

(উপায় ২-এর) উদাহরণ-২ : [যৌন জীবনের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক]

মানুষের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবস্থাপনা এক এক সমাজে এক এক রকম। বর্তমান উন্নত বিশ্বের সকল জায়গায় চলছে উন্মুক্ত অবাধ যৌনতার চর্চা। সেখানকার দার্শনিকগণ তাদের দর্শনের মাধ্যমে এবং জনগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে একে স্থায়ীত্বদান করেছে সমাজের মূলনীতিরূপে। এর আলোকে চলতে গিয়ে সেইসব সমাজ যেসব অভিজ্ঞতা /পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- অবাধ যৌনাচার যৌনতার স্বাভাবিক পথকে পাল্টিয়ে বিকৃত যৌনাচারের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানকার মানুষের মনমানসিকতা কোরআন সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছে :

  "তারা সোজা পথ দেখলে চলতে চায় না, কিন্তু বাঁকা পথ দেখলে সহসাই সে পথে ধাবিত হয়।" আল কোরআন

- নারী ও পুরুষের মাঝে সুন্দর পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠেনি। কখনো কিছু সময়ের জন্য গড়ে উঠলেও তা আবার ভাঙ্গনের মাধ্যমেই তার দৈন্যতা প্রকাশ করে।

  আর পরিবারের ঐ ভাঙ্গনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বেশি শিশু এবং বৃদ্ধরা। কারণ :

- ভাঙ্গনের মাঝে জন্মগ্রহণ করা শিশুরা মাতাপিতার স্নেহ ভালোবাসা বঞ্চিত হয়ে সামাজিক নৈরাজ্যের মূল কারণ হিসেবে কাজ করছে।

- বয়োবৃদ্ধরা বৃদ্ধ বয়সে অসহায় পরিস্থিতিতে আপনজনদের স্নেহ মায়ামমতা বঞ্চিত হয়ে ওল্ডহোমে দিনাতিপাত করে।

- আবার একটি সমাজের মূল শক্তি যে তরুণ সমাজ তারাও এই ভাঙ্গনমখর সমাজে কয়েকটি জিনিসের দিকে সহজেই ধাবিত হয় :

  ১. মাদক দ্রব্য

  ২. আত্মহত্যা

  ৩. ছেলেরা মেয়ে বিদ্বেষী এবং মেয়েরা ছেলে বিদ্বেষী

  ৪. আচরণগত বিকৃতি

  ৫. নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস

www.pathagar.com

এই তো গেল এক ধরনের পথ। অপর আরেকটি পথও আমাদের সামনে আছে। তা হচ্ছে ইসলামের "নিয়ন্ত্রিত যৌনজীবনমূলক ব্যবস্থা যার, মূল ভিত্তি পরিবার কেন্দ্রিক।"

এই ব্যবস্থাপনা পাশ্চাত্যের অবাধ যৌনচার কুফলগুলো থেকে সহজেই বাঁচিয়ে দেয়। কারণ এখানে এটি পাপ বলে বিবেচিত হয়।

১. পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মাঝে যৌন জীবনের সুস্থ্যতা নিশ্চিতের জন্য ইসলাম :

নারী ও পুরুষের দৃষ্টি ও চিন্তা সীমার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ফলে নিজ স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো দিকে দৃষ্টি ও চিন্তা নিবদ্ধ এখানে সমীচিন নয়। ফলে চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নিজেদের দিকে নিজেদেরই সর্বোচ্চ মনোযোগ পরে চাহিদার খাতিরেই। ফলে প্রয়োজন মেটানো এখানে পারস্পরিক নির্ভরতা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. ভালোবাসা সংরক্ষণের জন্যও ইসলাম একাধারে সার্বজনীন নৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই ব্যক্তি চারিত্রের মানদন্ড নির্ধারণ করে। বন্ধুত্ব, কলিগ এইসব সম্পর্কের ভিত্তিতে নারী পুরুষের মেলামেশা এখানে অনুমোদিত নয়। ফলে এখানে পরকীয়তার মহোৎসব ও নেই। ফলে দৈহিক ও মানসিক উভয় পরিপূর্ণতার জন্য স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে কাজ করে।

৩. যেহেতু পরিবার ভাঙ্গন এখানে অনেক কম ফলে শিশুর লালনপালনের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

৪. বয়োবৃদ্ধ/বৃদ্ধার দায়িত্ব সরকারের বদলে সন্তানদের হাতে দেয়া হয়েছে। ফলে বৃদ্ধ বয়সে আপনজনদের মাঝে থেকে মানসিক একাকীত্বও দূর করা সম্ভব হয়।

৫. আবার ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে মাদক দ্রব্য, আত্মহত্যা, নৈরাজ্য এর কোনটির দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ এখানে নেই। কারণ বিপদের মুহূর্তে স্রষ্টার স্মরণ এবং তার উপর নির্ভরতা উপরোক্ত সব অপরাকারিতা হবে মানুষকে রক্ষা করে।

৬. যেহেতু এই পথের শুরুই স্রষ্টার উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে, সুতরাং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক পথ মানুষকে কাছে দিবালোকের ন্যায়

www.pathagar.com

স্পষ্টই থাকে। এর ফলে পাশ্চাত্যে যেভাবে যৌনতাকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত না করার ফলে বিকৃতির ছড়াছড়ি ইসলাম তা রোধ করে একে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং স্রষ্টার নির্ধারিত পথের /ব্যবস্থাপনার বাইরের সকল পথকে নিষিদ্ধ করে।

৭. পর্দা প্রথার মাধ্যমে নারীদেরকে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের খোরাক হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়েছে। ফলে পর্দা প্রথা নারীদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এর মাধ্যমে নারীর সৌন্দর্য্যের যথাস্থানে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং নারী নির্যাতনও ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

৮. এই বিধানে নারী বিদ্বেষী কিংবা বা পুরুষ বিদ্বেষী হওয়ার কোন সুযোগ নেই কারণ কোরআনে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় নারী পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকই নিজ নিজ পাপের জন্য আলাদা আলাদাভাবে দায়ী (individually responsible) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কোন নারীর ভুলের কারণে সমগ্র নারী সমাজকে দায়ী করা এবং একইভাবে কোন পুরুষের ভুলের জন্য সমগ্র পুরুষ সমাজকে শত্রু বানিয়ে নেয়া খোদার বিধানের সাথে হঠকারিতা বলেই এখানে বিবেচিত।

www.pathagar.com

উপায় : ৩

৩-(ক) : কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রতির অন্যতম সাক্ষরবহনকারী যন্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে নানা ধরনের জটিল ও সুঃসাধ্য কাজ অনায়াসেই করা যায়। কর্মপটু এই যন্ত্রটি যেমন জটিল কর্মে পারদর্শী ঠিক তেমনি এটি নষ্ট হতেও খুব বেশি সময় নেয় না যদি একে উল্টোপাল্টা চালনা করা হয়।

কারণ :

এটি একটি নির্দিষ্ট mechanism এ তৈরি।

একে সঠিকভাবে চালানোর রয়েছে নির্দিষ্ট একটি manual।

কখনো যদি কম্পিউটার গোলযোগ দেখা দেয় বা তা সঠিকভাবে কাজ না করে তবে এক্ষেত্রে স্বাভাবিক করণীয় কি?

স্বাভাবিক করণীয় হচ্ছে computer expert/কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের শরনাপন্ন হওয়া।

কারণ যে ব্যক্তি জানে না যে কি কারণে কম্পিউটারটিতে গোলযোগ দেখা দিয়েছে সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে কম্পিউটার ঠিক করার দায়িত্ব দেয়া আর একজন অশিক্ষিত মূর্খ মানুষকে পেট অপারেশন করতে দেয়া একই কথা।

ঠিক তেমনিভাবে বিজ্ঞান পাঠক মাত্রই জানেন, মানব মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের কর্মপদ্ধতি এবং গঠন প্রণালী প্রায় একই ধরনের এরও রয়েছে central processing unit, memory unit, input unit, out put unit। কিন্তু একে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করলে ভুল হবে। কারণ এর কার্যকারিতা ও প্রকৌশল একটি সুপার কম্পিউটারের চাইতেও অনেক অনেক বেশি। (তথ্য সূত্র, দৈনিক যায় যায় দিন)

সুতরাং একটি সাধারণ কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্খা দেখা গেলে যেখানে আমরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের শরাণাপন্ন হই তবে কেন আমরা আমাদের এই super genius and functioning brain-কে যাচ্ছেতাইভাবে চালনা করার মধ্য দিয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিব। তদুপরি কারো যাতে সন্দেহ না থাকে তার জন্য ভুল পথে নিজেদের চালিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা হল :

www.pathagar.com

- আমেরিকায় ৬০% স্ত্রীরা তাদের স্বামীর চাইতে কুকুরকে বেশি পছন্দ করে। (প্রথম আলো, যায় যায় দিন)
- ধনী দেশ জাপানে কোন কিছুর অভাব না থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যার হার পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বেশি। [ঐ]
- রাশিয়ার শিশুরা পারিবারিক ভাঙ্গন মুখের সমাজে শুধুমাত্র বাবা-মায়ের স্নেহের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে তা না পেয়ে আত্মহত্যার পথকেই বেছে নিচ্ছে। বাবা-মায়ের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। [ঐ]
- ক্যাটরিনা আঘাত হানায়, দুর্গতদের সাহায্যের জন্য নয় আমেরিকান সেনাবাহিনী নামাতে হয়েছিল দুর্গতদের সহায় সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। [ঐ]

এগুলো হল ভুল পথে চালিয়ে করে ধ্বংস হওয়া ব্যক্তি ও সমাজের কতিপয় দৃষ্টান্ত।

সিদ্ধান্ত : [৩ (ক)]

সুতরাং যদি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান সঠিকভাবে করতে হয় এবং ধ্বংসের হাত থেকে ফিরে আসতে হয় তবে তার জন্য অবশ্যই অবশ্যই expert বা বিশেষজ্ঞর শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

মহানবী (স.) নিজেকে মানুষের জীবন সমস্যায় সমাধানে স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিয়োজিত পর্থপ্রদর্শক (guide) এবং কোরআনকে মানুষের জন্য (expert's solution) বলে দাবী করেছেন। এখন তাঁর কথা আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

[যাচাই-এর উপায় : ৩ (খ) দ্রষ্টব্য]

প্রাথমিক পর্যালোচনা : ৩ (খ)

রোগ হলে মানুষ বিষেশজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়াটাকেই পছন্দ করে। কারণ কি?

১. তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

২. সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের ঐ রোগ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

[বিশেষজ্ঞ কোন ডাক্তার যখন ঔষধ দেন তখন কি আমরা বলি যে আপনি এ ঔষধ কেন দিয়েছেন তা আমি বুঝতে পারছি না সুতরাং আমি তা খাবো না।

এ কথা আমরা কখনোই বলি না।

আমরা কি বলি যে আপনি এ ঔষধ কেন এই dose এ দিয়েছেন]

সিদ্ধান্ত :

আমরা যদি এটা বিশ্বাস করি যে কেউ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তবে তিনি যে solution দিবেন সেটার আলোকে আমাদের কারো এটা বলা সমীচিন নয়, তার অমুক অমুক জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। সুতরাং তা আমরা মানি না। কারণ তা আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মাত্র।

নবী রাসুলরা দাবী করেছেন যে, তারা মানুষের জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্রষ্টা থেকে এমন জ্ঞান প্রাপ্ত যা সাধারণ মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। অর্থাৎ তাঁরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার দাবীদার। কোন উপায়ে যদি প্রমাণিত হন যে, তারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং মানুষকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে এসব বিধান নয় তবে তাদের দেয়া সমাধানের খুটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করা সাধারণ মানুষের সমীচিন হবে না যেমনটি নয় একজন সৎ FCPS ডাক্তারের কাছে তাঁর প্রত্যেকটি পরামর্শের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়াও বোধগম্য না হলে সেই পথে চলতে অস্বীকার করা।

পরবর্তী পর্যালোচনা :

কোন মানুষ যদি নিজেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দাবী করে তবে তার প্রমাণ আমরা কিভাবে পাই? কিংবা কোন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমরা তার কাছে যাই ;

এজন্য একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক : [ধরা যাক আমরা সেই সময়ের মানুষ]

৪০-৫০ বছর আগের আমাদের দেশের কোন গ্রামাঞ্চলের কথা ভাবা যাক। ধরা যাক সেখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ততকালীন মূর্খ অনেক মানুষ বললেন, এটা ওলাবিবির (যেমনটি এখনও অনেক গ্রামে বলা হয়) আছর, অনেকে বললেন জ্বিনের আছর, অনেকে আবার কলিযুগের দোহাই দিয়েই হাফ ছেড়ে বাঁচলো এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা হিসেবে ঝাড়ফুক, তাবিজ, তুমার, ওলাবিবির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলিদানই হলো নিরক্ষর

www.pathagar.com

মানুষের নিরুপায় অবলম্বন। কিন্তু এর কোনটিই তাদের রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারলোনা।

এমন এক সময় যদি কোন এক সত্যিকার অর্থে চিকিৎসক এসে হাজির হন যিনি তাদেরকে বলিষ্ঠতার সাথে দাবী করেন যে, সাধারণ মানুষ যদিও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এ রোগের প্রকৃত কারনও প্রতিকার বুঝতে পারছে না কিন্তু তিনি যেহেতু চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাই তিনি জানেন এর কারণ, প্রতিকার এবং প্রতিরোধের উপায়।

ধরা যাক সাধারণ মানুষ তার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং তাতে দেখা গেল যে, ঐ এলাকা থেকে কলেরা একেবারেই নির্মূল হয়ে গেছে। তিনি এর প্রতিরোধে যে উপায় বলেছেন, সেটা follow করার কারণে নতুনভাবে কলেরা সংক্রমণও হচ্ছে না। যখন সেই, প্রতিরোধক উপায়গুলো follow না করে avoid করা হয় তখনই আবার কলেরা সমস্যা দেখা দেয়।

অন্য সমাজেও তাঁর solution এর ফলাফলের খবর ছড়িয়ে পড়ল। কলেরার সমস্যায় জর্জরিত অন্যান্য সমাজ ও যদি তার solution গ্রহণ করে দেখে যে, কলেরার সমস্যা মিটে গেছে তাহলে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হন যে, তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

সিদ্ধান্ত :

নবী রাসুলগণের দাবীও অনেকটা সে রকমই। তারা সবাই দাবী করেছেন যে মানুষের জীবন সমস্যার সত্যিকার সমাধান আছে তাদের কাছে এবং তাদের সমাধান গ্রহণ করলে বিপর্যস্ত মানব জীবনের সকল সমস্যা সত্যিকার সমাধান হয়ে যাবে।

যদি প্রমাণিত হয় যে, (১) তাদের সমাধান বিপর্যস্ত কোন সমাজকে পুর্ণভাবে সুস্থতার /শান্তির দিকে ফিরিয়ে এনেছে এবং (২) সেই সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য যেসব সমাজও এই solution গ্রহণ করেছে তাদেরও সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তবে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে, তারা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং এ বিষয়ের গভীর কুৎপত্তি ও সার্বিক concept তাদের কাছে আছে। অর্থাৎ তাদের দাবীর সত্যতা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয়। এভাবেই আমরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়েই তাঁদেরকে যাচাই করতে পারি।

[বি: দ্র: আরেকটি প্রশ্ন এখানে উদয় হয়। অনেক বিশেষজ্ঞই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ছোটখাটো ব্যাপারে দুর্নিতীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। যদিও

www.pathagar.com

একজন বিশেষজ্ঞের solution'র মাধ্যমে বড় বড় সমস্যা সমাধান হয়ে থাকে কিন্তু বিশেষজ্ঞের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দুর্নিতীর কারণে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা রয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সমস্যাকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি?

উত্তর :

১। যতি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে ধরনের স্বার্থের প্রাধান্য দেবার সন্দেহে একজন বিশেষজ্ঞকে সন্দেহ করা হচ্ছে সে ধরনের স্বার্থ ঐ বিশেষজ্ঞের মাঝে অনুপস্থিত তবে আর এ সন্দেহই থাকে না। [যেন অর্থের স্বার্থ, আত্মীয়তার, ক্ষমতার স্বার্থ।

বরং যদি দেখা যায় যে, স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান এবং মানুষের স্বার্থে তিনি নিজের সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন তবে সেখানে সন্দেহের আর কোনই অবকাশ নেই।]

www.pathagar.com

উপায় : ৪

৪ (ক) : ধরা যাক কোন এলাকার সাধারণ খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় সব খাদ্য উপাদানই প্রয়োজনের চাইতে বেশি পরিমাণে আছে। তবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আয়োডিন সেখানে অনুপস্থিত। তবে সেই খাদ্য তালিকাকে কি কখনো সঠিক খাদ্য তালিকা বলা যায়? নিশ্চয়ই না।

আয়োডিনের অভাব পূরণ না করে অন্য উপাদান অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করার কোন মূল্য নেই। গলগন্ড সেই সত্যতারই সাক্ষ্য দেয়।

সিদ্ধান্ত :

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনও হরেক রকম। তার রয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পদচারণা।

মানুষের সম্মুখে নির্বাচন করার মত জীবন ব্যবস্থা অসংখ্য। এর মধ্যে কোনটি অর্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সমাজ থেকে দয়ামায়াকে বিসর্জন দিয়েছে। কোনটি যৌনতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে পারিবারিক বন্ধনকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মানুষকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোনটি সমাজকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে কবর দিয়ে ফেলেছে। আবার কোনটি অবাধ স্বাধীনতার নামে সমাজ ধ্বংসের পথ বিনির্মাণ করেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদের কোনটিই মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোর সবগুলোর দিকে নজর রেখে মানব জীবনকে বিন্যস্ত করেনি। ফলে এরা নিশ্চিতভাবেই সঠিক জীবন ব্যবস্থা হতে পারে না।

(৪) খ : আমরা সুষম খাদ্যের কথা জানি, এতে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান যথাযথ অনুপাতে বিন্যস্ত থাকে। সুষম খাদ্য গ্রহণের পর দেহের সুস্থতাই প্রমাণ করে এটিই দেহের জন্য কাঙ্ক্ষিত খাদ্য তালিকা/ব্যবস্থাপনা।

সিদ্ধান্ত :

অযৌক্তিক জীবন ব্যবস্থাগুলোর ভীরে ইসলামই একমাত্র ব্যতিক্রম। এটি মানুষের প্রয়োজনীয় কোন উপাদানকেই অবহেলা করেনি। আবার এর বিধানগুলো অতিরিক্ততার দোষেও দুষ্ট নয়। যেমন

www.pathagar.com

- ব্যক্তিকে যেমন নিজের ইচ্ছে অনুসারে রুচি অনুসারে কাজ বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছে ঠিক তেমনি সমাজের জন্য ক্ষতিকর পেশা যেগুলো সেগুলো উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়া থেকে বিরত রেখে সমাজের সুস্থতাও নিশ্চিত করেছে।
- জৈবিক চাহিদার অবাধ স্বাধীনতার নাম করে ইসলাম শিশু অধিকার বয়োবৃদ্ধের অধিকার ইত্যাদিকে ভুলে যায়নি। তাই জৈবিক চাহিদাকে পরিবার প্রথার মধ্যে সীমিত করেছে যার মাধ্যমে শিশুর লালনপালন, বয়োবৃদ্ধের দেখাশোনা, নারী পুরুষের মাঝে সুশৃঙ্খল ভালোবাসার বিনিময় সম্ভব হয়েছে।
- এটি ব্যক্তিকে অর্থ উপার্জনের অধিকার দিয়েছে আবার ধনীর সম্পদের একটা নির্দিষ্ট শতাংশ (২.৫%) গরীবদের জন্য নিয়ে নেয়। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকারত্ব দূরীকরণও সম্ভব হয়।
- এটি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং সেই সাথে স্রষ্টাকেও ভুলে যায়নি। বরং জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সন্তুষ্টিকেই এখানে সঠিক পথ বানানো হয়েছে।

অর্থাৎ উপরের উদারণগুলো থেকে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ইসলামের ব্যবস্থাপনা মানুষের প্রয়োজনগুলোর কোনটিকেই অবহেলা না করে যথাযথ উপায়ে বিন্যস্ত করে যাতে এর সঠিকতার অন্যতম নিদর্শন।

www.pathagar.com

৫ম উপায়

[মূল আলোচনা]

বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টিকারী অণু জীব (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া) বিভিন্ন সময়ে মানব সমাজে বিভিন্ন জীবনঘাতী ব্যধিসহ অনেক রোগ সৃষ্টি করে আসছে এবং এখনও করে চলেছে। এই সব রোগ সৃষ্টিকারী অনেক অণুজীবের কার্যকারিতা বিলুপ্ত করতে চিকিৎসা বিজ্ঞান এক অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে। যেমন আগে কলেরার প্রকোপ, যক্ষ্মার প্রকোপে মানুষ থাকতো ভীত সন্ত্রস্ত এবং এগুলো থেকে প্রতিকারের উপায় তারা জানতো না। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান তাদের সেই ভীতি থেকে মুক্তি দিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ সাফল্য এমনি এমনি আসেনি বরং তা অর্জিত হয়েছে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে। সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক :

মানব সমাজে বিভিন্ন রোগের যখন প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, বিশেষ করে যেসব রোগ জীবনের প্রতি হুমকি, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রথম এই পদক্ষেপ গ্রহণের যে প্রকৃতপক্ষে কোন জিনিসটি মানুষের শরীরে এই রোগের জন্য দায়ী তা সনাক্ত করার কারণ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার কোন অভাব নেই। তাই যদি সঠিক ভাইরাস/ ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করা হয় তবেই কেবল তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করা যাবে।

আর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবকে চিহ্নিত করার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের মনোযোগ আগে থেকেই এর প্রতিষেধক টিকা (vaccine) তৈরির দিকে।

বিভিন্ন vaccine বা টিকা মানব সমাজে অনেক দুরারোগ্য ও জীবনঘাতী রোগের প্রকোশ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কারণ টিকার মূল কাজই হচ্ছে রোগ সৃষ্টির পূর্বেই প্রতিরোধ।

প্রশ্ন আসে এসব কথার সাথে স্রষ্টার বিধানের সম্পর্ক কোথায়?

মূলত মানুষের শরীরের মত অনেক বিষয়ই মানব মনমানসে /বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে কারণ মানুষের শরীর যেমন স্রষ্টার programme ঠিক তেমনিভাবে

www.pathagar.com

মানুষের মনও স্রষ্টার programme। অনেক সমাজে যেখানে শারিরীক অসুস্থতার প্রকোপ মানুষের মাঝে কম কিন্তু সেই সব সমাজে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি। শিক্ষার হার বেশি আবার বিশৃঙ্খলা নৈরাজ্য বেশি। অর্থাৎ কোন বিষয়টি কোন একটি মানব সমাজকে বিপর্যস্ত করছে এবং তা থেকে প্রতিকারের উপায় সন্ধানের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারেই আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারি।

১. **বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বস্তুকে /বিষয়কে সনাক্ত করতে হবে।**
২. **এর থেকে প্রতিকার ও প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থার দিক মনোযোগ দিতে হবে।**

বিস্তারিত ব্যাখ্যা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নির্দিষ্ট রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব সনাক্তকরণে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি/ স্বীকার্যের সাহায্যে নেয়া হত যা Koch's postulates নামে পরিচিত। মানুষের মাঝে কোন নতুন রোগ দেখা দিলে, কোন ভাইরাস / ব্যাকটেরিয়া এই রোগ সৃষ্টি করেছে তাকে সনাক্তকরণে এই স্বীকার্য ব্যবহৃত হয়।

স্বীকার্যটি নিম্নরূপ :

- ❒ The organism must be isolated from every patient with the disease.
- ❒ The organism must be isolated free from all other organism and grown in pure culture in vitro.
- ❒ The pure organism must cause the dislase in a healthy, susceptible animal.
- ❒ The organism must be recovered from inoculated animal [lange review]

www.pathagar.com

উপরোক্ত স্বীকার্যগুলোর সারমর্ম হচ্ছে :

কোন অণুজীবকে /জীবাণুকে মানব দেহে নির্দিষ্ট কোন রোগ সৃষ্টিকারী হিসেবে প্রমাণ করতে হলে :

- ❒ তাকে অবশ্যই ঐ রোগ সম্পন্ন সকল অসুস্থ ব্যক্তির দেহে পাওয়া যেতে হবে।
- ❒ ঐ অণুজীব কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ঠ হলে সেখানেও একই সমস্যার সৃষ্টি করবে।

উদাহরণ :

টাইফয়েড রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী অণুজীবের নাম salmonella typhi। এই অণুজীব যে টাইফয়েপ সৃষ্টি করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এভাবে :

- ❒ টাইফয়েড উপসর্গ সম্পন্ন সকলের দেহে ঐ অণুজীব আছে।
- ❒ ঐ অণুজীব নতুন সুস্থ কারো দেহে প্রবেশ করলে সেখানেও একইভাবে টাইফয়েড সৃষ্টি করে।

সিদ্ধান্ত :

সুতরাং একইভাবে যে বিষয়টি মানব সমাজে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে চলেছে তাকে সনাক্তকরণে করা যায়। এভাবে :

- ❒ সেই বিষয়টি অবশ্যই নির্দিষ্ট ধাচে বিপর্যস্ত (ঐ কারণে) সকল ব্যক্তির মাঝে উপস্থিত থাকবে।
- ❒ সেই বিষয়টি নতুন করে কোন সুস্থ ব্যক্তি / সমাজে অনুপ্রবিষ্ঠ হলে ঐ একই সমস্যার সৃষ্টি করে।

উদাহরণ :

এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হিসেবে আমরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে টানতে পারি।

[দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ : পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম ভিত্তি। এই দর্শনে মহাবিশ্বের সকল বস্তুকে একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক বলে কল্পনা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। আরো বলা হয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে শ্রেণী শক্তিমান বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেই টিকে থাকার অধিকার রাখে। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মানব সভ্যতা বিকাশের স্বাভাবিক পথ।]

এই মতবাদ ধর্মহীন সমাজের বিশ্বাসের শূন্যতা পূরণে ব্যাপকভাবে চর্চা করা হয়। এখন একে যাচাই করা যাক, একে তখনই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী / ধ্বংসকারী বলে বলা হবে যখন (সিদ্ধান্ত অনুসারে) :

- ❒ দ্বান্ধিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা একই প্রক্রিয়ায় সকলেই ধ্বংসের দিকে যাবে।
- ❒ নতুন কোন সমাজে এটা প্রবেশ করলে সেখানেও একই সমস্যার সৃষ্টি করবে।

এবার দেখা যাক :

দ্বান্ধিক বস্তুবাদে বিশ্ববাসীরা মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকেই মিলনমুখী করার চাইতে সংঘর্ষমুখী হিসেবে ভাবতে চায়। এই নীতির ফলে যেহেতু সংঘর্ষই মানব সভ্যতা বিকাশের স্বাভাবিক পথ এবং এর পেছনে নৈতিক কোন কারণের বদলে বেঁচে থাকার জন্যই সংঘর্ষ এ অজুহাত দাঁড় করানো হয়, ফলে ব্যক্তির প্রতিটি নীতিতেই সংঘর্ষ ও শক্তিমত্তায় প্রাধান্য বিস্তারের নেশা প্রকটভাবে ফুটে উঠে।

ফলে শ্রেণী সংগ্রাম, জাতিগত দ্বন্দ্ব, গোত্রগত দ্বন্দ্ব, নিজ স্বার্থে অপরের জিনিস লুণ্ঠন, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার সবকিছুই এর স্বাভাবিক পরিণতি, নারীরা চায় পুরুষের উপর প্রাধান্য আর পুরুষরা এর উল্টোটাই চায়। সংঘর্ষমুখী সমাজ ভালোবাসার ভিত্তিমূলকে একেবারেই ধ্বংস করে দেয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী কোন সমাজেই ভালোবাসার পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি, উঠতে পারেও না। তাই আত্মহত্যা, মাদকদ্রব্য এসব সমাজে প্রকটভাবে বিস্তৃত।

আর বড় বড় দুটি বিশ্বযুদ্ধের পেছনের দর্শন হিসেবেও এই মতবাদই কাজ করেছে।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত :

সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মানব সভ্যতার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

পরবর্তী আলোচনা :

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যেমন রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করার জন্য টিকার ব্যবহার রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মত বিপর্যস্ত সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো থেকে রক্ষা পেতে মানুষের জন্য প্রতিষেক (prevention) মূলক কোন ব্যবস্থাপনা আছে কিনা?

ইসলাম নিজেকে মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী সকল বিপর্যয়ের রক্ষা কবচ বলে দাবী করে। এত বৃহৎ পরিসরে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; তাই নির্দিষ্ট বিষয় (particular subject) হিসেবে এখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা একটি উদাহরণ হিসেবে যাচাই দেখা যায় যে, সত্যিই কি ইসলাম এক্ষেত্রে প্রতিষেক এর কাজ করে?

ইসলামের মতে মহাবিশ্বের সকল বস্তুই একে অপরের পরিপূরক। বলা হয়েছে :

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল কিছুই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত।"

আমরা যদি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করি তবে এ কথার সত্যতাই প্রতীয়মান হয়। মানুষের খাদ্যের যোগানের জন্য প্রয়োজন ফলমূল, আবার এই ফলমূলের সৃষ্টি হয় পরাগায়নের মাধ্যমে। এই পরাগায়নকে নিশ্চিত করার ফুলের জন্যই বায়ু প্রবাহ, মৌমাছির ঘুরে বেড়ানোর সবকিছুই পরিপূরকের কাজ করছে। ফলে ইসলামের এই সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাস মানুষকে সংঘর্ষমুখী বানায় না বরং তাকে করে তোলে মিলনমুখী।

আবার নারী ও পুরুষের সম্পর্কের বেলায় বলা হয়েছে :

"তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ, তারাও তোমাদের পোশাকস্বরূপ।"

সুতরাং ইসলামের এই সহযোগীতামূলক বিশ্বাস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ন্যায় ধ্বংস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

সারমর্ম :

বিভিন্ন টিকা বা রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করে তাদের কার্যকারীতা দ্বারাই তাদের প্রয়োজনীয়তার সত্যতা প্রমাণিত হয় ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম যদি উপরের উদাহরণের ন্যায় প্রতিটি ব্যাপারেই প্রতিষেধক (provention) এর ব্যবস্থা করতে পারে তবে তাও সত্য পথ বলে বিবেচিত হবে।

এক্ষেত্রে টিকা যেভাবে আমরা সহজ সরল concept এ গ্রহণ করি; ইসলামেও সেভাবে গ্রহণ করতে কারো মনে কোন সংকীর্ণতা আসাটা উচিত হবে না।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ উপায়

"ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বজনীন স্বার্থের বিরোধ আদিকাল থেকেই চলে আসছে। অনেক সময় সমাজ ব্যক্তির স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করেছে। আবার অনেক সময় ব্যক্তি সমাজকেই ধ্বংস করেছে।

আবার এটাও ঠিক যে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ যেমন কল্পনা করা যায় না ঠিক তেমনি সমাজকে ছাড়াও ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না।"

সুতরাং এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কোন উপায় আছে নাকি? স্রষ্টার কোন বিধান আছে নাকি যা এইসব পরস্পরমুখী স্বার্থের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করবে?

একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক :

বীজ জমিতে বপন করা হয়।

এক এক প্রজাতির বীজ এক এক উদ্ভিদ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বীজ জমিতে বপন করলেই হল না। বীজ যাতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে সেজন্য জমির অবস্থা ও পরিবেশ একেবারে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যেমন বিশ্বের সেরা বীজ লাগিয়েও যদি জমিতে আপনি পানির বদলে এসিড ঢালেন তবে তা বীজকে বিকশিত হতে দেবে না। জমির পানির পরিমাণ, মাটির অবস্থা, সুর্যের তাপ, বায়ু প্রবাহ, অর্থাৎ পরিবেশের সবকিছুই একটি বীজের বিকাশে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

আবার একটি জমির সকল পরিবেশ বীজের বিকাশের অনুকূল কিন্তু বীজ নষ্ট তাহলেও ঐ বীজ জমির কোন কাজে আসবে না।

মানুষ এবং তার চারপাশের সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বজনীন ব্যবস্থার মাঝে সম্পর্ক ঐ বীজ ও জমির মতই, বীজের মাঝে যেমন অন্তর্নিহিত হাতে একটি গাছ হবার যোগ্যতা ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি মানব শিশুর মাঝেই অন্তর্নিহিত আছে অজস্র যোগ্যতা, মেধা, অনুভূতি।

আবার জমির পরিবেশ যেমন বীজের বিকাশের মূল প্রভাবক ঠিক তেমনি একটি শিশুর বিকাশের জন্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুই প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

এখন, জমিতে বীজের বিকাশ যেমন স্রষ্টার ব্যবস্থাপনা ঠিক তেমনি সমাজের মানুষের বিকাশও একই ধরনের ব্যবস্থাপনা এবং সমতুল্য, যেহেতু

www.pathagar.com

জমির বেলায় স্রষ্টার নিয়মকানুনের ফলাফল সরাসরি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেহেতু তার সাথে তুলনা করেই আমরা মানুষের জন্য যথাযথ নির্দেশিকার মূলনীতি পেতে পারি।

লক্ষ্য করা যাক বীজ ও জমির ক্ষেত্রে আমরা কি কি শর্ত পাই :

বীজ ও জমির ক্ষেত্রে :

১. বীজ মানসম্মত হতে হবে।

২. বীজের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ জমিতে থাকতে হবে। বীজের জন্য ক্ষতিকারক বস্তু জমিতে কখনোই প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

৩. বীজের বিকাশের অনুকূল সবকিছুকেই অনুকূল মাত্রার প্রবেশ করতে দেয়া হবে।

ঠিক তেমনিভাবে মানব সমাজের জন্য স্রষ্টার ব্যবস্থাপনা হতে হলে একটি জীবন ব্যবস্থাকে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করতে হবে :

১. যথাযথ মান সম্পন্ন ব্যক্তি চরিত্রের গঠন নিশ্চিত করতে হবে।

২. সামাজিক স্বার্থ কখনোই ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

৩. সমাজের নিয়মকানুন এমন থাকবে যাতে করে ব্যক্তির যথাযথ বিকাশ হয়।

৪. যেসব বস্তু ব্যক্তির বিকাশে ক্ষতি করে তা ঐ সমাজে নিষিদ্ধ থাকবে।

৫. ব্যক্তির আচরণের সীমা এই যে, নিজের যোগ্যতাকে সামাজিক স্বার্থের গন্ডির বাইরে নিবে না নতুবা তার উদাহরণ নষ্ট বীজের মতই হবে।

অর্থাৎ পরিপূর্ণ একটি সামঞ্জস্য ও সাম্যাবস্থা বজায় থাকতে হবে।

উদাহরণ :

❐ ব্যক্তি ও সমাজকে বিনির্মানের জন্য উপরোক্ত শর্তের আলোকে ইসলামকে যাচাই করা যাক :

১. ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও সংরক্ষণের জন্য এর রয়েছে একটি সার্বজনীন নৈতিক মানদণ্ড, পৃথিবীর অন্যান্য জীবন ব্যবস্থায় যেমন এই নৈতিক মানদন্ডে কিসের প্রেরণায় মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবে তার জবাব দেয়া

www.pathagar.com

হয়নি কিন্তু ইসলাম সেই অভাবও পূরণ করে (স্রষ্টার সন্তুষ্টি স্রষ্টার ভয়, স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা) :

২. ব্যক্তি স্বার্থকে ইসলাম ততটুকু পর্যন্ত বিকশিত হতে কোন বাধা দেয় না যতটুকু সমাজের ক্ষতি করবে না।

এজন্য ইসলামের রয়েছে হালাল হারাম ব্যবস্থা। যেসব বস্তু সমাজের জন্য ক্ষতিকর সেসব বস্তু ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ যেমন : মদ, সুদ, লুণ্ঠন, অশ্লীলতা, ঘুষ, মজুতদারী। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার রয়েছে। কিন্তু তা যেন সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয় সেজন্য উপার্জনের গন্ডিকে সীমানালঙ্ঘনের অনুমতি দেয় না। (অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে)

৩. আবার সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দূর করার জন্য রয়েছে যাকাত, দান খয়রাত ও সুদবিহীন অর্থনীতি, কিন্তু সামাজিক সমস্যার চিকিৎসা করতে গিয়ে ইসলাম আবার ব্যক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ করেনি, নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে বিবেকবুদ্ধি অনুসারে নিজ জ্ঞান, যোগ্যতা ও ইচ্ছেমত বুদ্ধি ও পুঁজি খাটানোর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

ফলে বক্তি ও সমাজের বিকাশ ও সুস্থতা নিশ্চিত হয় এবং পুরো পুরি সাম্যবস্থা অর্জন হয়।

❐ কিন্তু ধনতান্ত্রিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তি স্বার্থকেই মূল হিসেবে দেখা হয়েছে সেখানে ব্যক্তি সমাজের ক্ষতির কথা চিন্তা না করে নিজের মুনাফার কথাই আগে চিন্তা করে। ফলে মাদক দ্রব্য, পর্নোগ্রাফী, মজুতদারী, সুদ কোন কিছুতেই আর বাধা থাকে না। এখন এই মতবাদে বিশ্বাসী একটি সমাজের কথা চিন্তা করা যাক।

ধরা যাক এক ব্যক্তি এভাবে ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজের ক্ষতি করতে দ্বিধা করছে না। কিন্তু এটাও তো মনে রাখা উচিত যে, সেই মতবাদে বিশ্বাসী তার চারপাশের সকল মানুষও তার ধ্বংসের জন্য নিয়োজিত। যেহেতু সবাই নিজ স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলশ্রুতি ব্যক্তিস্বার্থ এখানে সমন্বয়মুখী না হয়ে পারস্পরিক ধ্বংসে নিয়োজিত। ফলে বীজের ক্ষেত্রে জমির পরিবেশ প্রতিকূল হলে বীজ যেখাবে নষ্ট হয়ে যায় ঠিক সেভাবেই সেই সমাজের মানুষও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারা নিজেরা বুঝতে পারছে না।

www.pathagar.com

[মহানবী (সা.) বলেন "একটি সমাজের লোক সমুদ্রগামী এক জাহাজের আরোহীদের মত। এই জাহাজ যদি কোন বিপদে পরে সে বিপদ কোন একজন আরোহীর জন্যেই হবেনা, সমস্ত আরোহীর জন্যই আসবে সে বিপদ। এই অবস্থায় আরোহীদের কোন একজনকে যদি সেই জাহাজের তলদেশ ছিদ্র করতে দেয়া হয়, তাহলে গোটা জাহাজই ডুবে যাবে।]

আবার, এর ভিন্নমুখী আরেক সমাজ ব্যবস্থা (সমাজ তান্ত্রিক দেখা যায় যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার পথকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে সমাজকেই পূজনীয় বিষয় হিসেবে দেখা হয়। সেখানে ব্যক্তি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে পুজি ও মেধা নিয়োগ করতে পারে না। ফলে কোন মানুষের ইচ্ছাকে বা আগ্রহের বিষয়কে সমাজ বাধা দিয়ে নিজের মত করে কাজে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারে, আর এই ব্যবস্থার ফলে তাই বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী রূপে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা ধ্বংস করে সমাজ অন্য কাজে নিয়োগ দেয়াটা দোষনীয় মনে করে না। এর দৃষ্টান্ত সেই জমির মত যেখানে চারিদিকের পরিবেশকে ঠিক করতে যেয়ে বীজকেই নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। তাই নিশ্চিত ভাবেই সমাজতান্ত্রিক ধাচের এ ধরনের জীবন ব্যবস্থা সঠিক জীবন ব্যবস্থা হতে পারে না।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অন্ধবিশ্বাস আমার পছন্দ নয়, পছন্দ নয়– অযৌক্তিকভাবে ধর্মকে প্রমাণের চেষ্টা। জোরপূর্বক বিজ্ঞানের কোন বিষয়কে ধর্মের সাথে জুড়ে দেয়ারও ঘোর বিরোধী আমি। কারণ তা সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষকে ধর্ম বিদ্বেষী করে তোলে।

আমি মনে করি, কোন ধর্মের মাঝে সত্যতা থাকলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনাই তা আবিষ্কৃত হবার জন্য যথেষ্ট। তাই এই বইটিতে আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ ও সহজ-সরল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ের...